R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০২ সাল। ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

গোটা মহকুমা বন্যা কবলিত, পুজোর মুখে হাজার হাজার মানুষ নিরাশ্রয়, ত্রাণ অপ্রতুল

বিশেষ প্রতিবেদক : অবিশ্রান্ত বর্ষণে অত্যধিক জলের চাপে গঙ্গা বীভৎস রূপ ধারণ করে মহকুমার দু'পারের হাজার হাজার মানুষকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ফরাক্কা, সমসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ-১ প্রভৃতি ব্লক ছাড়াও সুতী-১ ও রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বহু মানুষ নিরাশ্রয়। সুতী-১ ব্লকের খোদ রিলিফ অফিসসহ ব্লক অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আই সি ডি এস অফিস, প্রাইমারী স্কুল ও আহিরণ উচ্চ বিদ্যালয় জলের তলায়। আহিরণে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর দু'ফুট উচ্চতায় জল বয়ে যাচ্ছে। অজগরপাড়া, বংশবাটী, হারোয়া প্রভৃতি এলাকায় হু হু করে জল বাড়ছে। সুতী ১ এর বিডিও, আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সুতী-১ ব্লকের সভাপতি সবাই পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছেন বাঁশলৈ রেগুলেটর গেট তুলে জলের চাপকে কমাতে। কিন্তু ঐ অঞ্চল বিদ্যুৎহীন হয়ে যাওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়নি। তাই ঐ গেট তুলে দিয়ে সমস্ত জলকে ভাগীরথীতে ফেলার দাবীতে সুতী-১ ব্লকের নিরাশ্রয় বাসিন্দারা ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ঐ অঞ্চলের বহু সরকারী অফিসের নথিপত্র বন্যার জলে নষ্ট হয়ে গেছে বলে জানা যায়। প্রত্যেক ব্লক থেকেই বহু ঘরবাড়ী পড়ে যাবার খবর পাওয়া গেছে। সুতী-১ ব্লকে জলবন্দী মানুষদের উদ্ধারকার্যে দুটি স্পিডবোটকে কাজে লাগানো হয়েছে বলে মহকুমা শাসক সূত্রে জানা যায়। অন্যদিকে ফরক্কায় বহু গ্রাম প্লাবিত। এনটিপিসি প্ল্যান্টের ১নং গেট দিয়ে জল ঢুকছে। ফরাক্কা ব্রীজের উপর যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বহু দূরপাল্লার (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ান নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে একতরফাভাবে ফঃ ব্লক কর্মীদের নিয়োগ নিয়ে জেলা জুড়ে অশান্তি

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ৮ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ধুলিয়ান নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে এক তরফাভাবে ৩০ জন ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীকে চেকপোষ্টে অস্থায়ী পদে নিয়োগ করাকে কেন্দ্র করে বহরমপুর, জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে তুমুল হৈ চৈ পড়ে গেছে। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে গত ১৫ সেপ্টেম্বর বহরমপুর সার্কিট হাউসে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা এক সর্বদলীয় সভায় বহরমপুরের সিটু নেতা তুষার দে শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটকের কাছে এক অভিযোগপত্র জমা দেন। ঐ পত্রে ফঃ ব্লকের বিরুদ্ধে অবৈধ নিয়োগ নীতির তদন্তের দাবী জানানো হয়। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের অভিযোগ, চারজন মহিলা কর্মীসহ ত্রিশজন ফঃ ব্লকের কর্মীকে কোন সরকারী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই ঐ বাজার সমিতিতে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে বসুমতী সিংহ নামে এক চার সন্তানের মা যিনি ধুলিয়ান পুরসভার ১৭নং ওয়ার্ডের ফঃ ব্লকের কমিশনার, তাঁকেও চাকরী দেওয়া হয়েছে। ধুলিয়ান সিপিএম পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক আজাদ আলী ও সিটু নেতা সুজিত মুন্সী এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, এরূপ এক তরফা নিয়োগে ফ্রন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এদিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ফঃ ব্লক নেতা ইউসুফ হোসেন বলেন, আমরা সরকারী নিয়মনীতি মেনেই নিয়োগ (পাশের কলমে দ্রঃ)

বহরমপুর ফরাক্কা রুটে বাস ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে মুর্শিদাবাদের বাস মালিকরা বহরমপুর ফরাক্কা রুটে সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন। খবর গত ২৪ সেপ্টেম্বর ধুলিয়ানের রতনপুর পুরাতন ডাকবাংলোর কিছু ব্যবসায়ী ও সেখানকার জনগণ পুরাতন ডাকবাংলো দিয়ে পূর্বের মত সব বাস যাবার দাবীতে বাইপাস রোডের মুখে বাস আটক করেন। ফলে মালদা থেকে আসা বাসগুলি ফরাক্কা পর্যন্ত ও ফরাক্কা যাবার বাসগুলি সাজুর মোড় পর্যন্ত যাতায়াত করতে থাকে। বাস মালিকদের কথা যে সব বাস বাইপাস রোড ধরে চলাচলের পারমিট আরটি এ থেকে পেয়েছে সেগুলি ভিতরে অর্থাৎ পুরাতন ডাকবাংলো হয়ে কেন যাবে? কিন্তু আটককারীরা তাতে রাজী হচ্ছেন না এবং কোন বাসকেই যেতে দিচ্ছেন না। বাস মালিকরা মহকুমা শাসক ও আর টি এর সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। তাই বাধ্য হয়ে বাস মালিকেরা ঐ রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

করেছি এবং গত বছর যে চোদ্দজন অস্থায়ী কর্মীকে ঐ একই চেকপোষ্টের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল তখন ফঃ ব্লক ছাড়াও ছ'জন সিপিএম কর্মী চাকরী পান। তখনও এই একই নিয়মনীতি মেনে নিয়োগ করা হয়েছিল। তখন কোন দলই এর বিরোধিতা করেননি। অবশ্য নিয়মনীতিটা যে কি, তাতে লোকাল এক্সচেঞ্জে নাম থাকা বা বয়স ও যোগ্যতার কোন মাপকাঠি বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ—কোনটাই কোন নেতা পরিষ্কার করেননি। অবশ্য চেকপোষ্টে সরকারী শুল্ক আদায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উঠে যাবার কথা চলছে। তা যদি হয় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই আশ্বিন বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ দুগ্ধমুগ্ধ ॥

কথায় আছে, 'ভক্তিতে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। অর্থাৎ ভক্তি ও যুক্তির যেন একটা লড়াই। ভক্তির পক্ষ বিশ্বাসের উপর প্রাধান্য দেয়; যুক্তির পক্ষ চাক্ষুস প্রমাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। তাই প্রথম পক্ষের মধ্যে একটা সংস্কারের ব্যাপার দেখা যায়; অন্য পক্ষে থাকে বাস্তববোধ। এক দল বুদ্ধি নিরপেক্ষ; অন্য দল বুদ্ধিনির্ভর।

বস্তুত গত বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী ভক্তি ও যুক্তির এক আলোড়ন তথা উন্মাদনার স্রোত বহিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই উন্মাদনা গণেশ ও মহাদেবের দুগ্ধপান সংক্রান্ত। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে মানুষ নানা দেবমন্দিরে উপস্থিত হন। গণেশ অথবা ভোলানাথকে দুধ খাওয়াইবার এক মহাযজ্ঞ চলিতে থাকে। দলে দলে সর্ব-শ্রেণীর নরনারী পাত্রস্থ দুধ চামচায় করিয়া দেববিগ্রহের মুখে ধরিতেছেন; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখে উজ্জ্বলতার উদ্ভাস লইয়া মন্দির হইতে বাহির হইতেছেন এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা মুহূর্তমধ্যে লোক মুখে চাউর হইয়া দ্রুত দেশের নানা প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলতঃ মানুষের মধ্যে জন্মগত সংস্কারবোধ প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে। এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত খবর ছড়াইয়া পড়িল—দেবতা দুগ্ধ পান করিতেছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহুজন এই অলৌকিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া গণেশ ও শিবকে দুধ পান করাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে একই সঙ্গে খবর ছড়াইয়া পড়ে—দেবতা দুধ পান করিতেছেন। চামচা করিয়া দুধ বিগ্রহমুখে ধরিলেই তাহা নিঃশেষ হইতেছে। বহির্ভারতের কিছু কিছু দেশেও নাকি দুধ পান করিবার কথা সংবাদে প্রকাশ।

সাধারণ মানুষের কথা কী? বড় বড় মানুষও নাকি দেবতা দুধ পান করিয়াছেন, বলিয়াছেন। প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, হাইকোর্টের বিচারপতি—ইঁহারাও শিব-গণেশজীকে দুধ খাওয়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে ঠাকুর তাহা খাইয়াছেন। অতএব ব্যাপারটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। কারণ দেশে অজস্র শিব ও গণেশের মূর্তি রহিয়াছেন; ইঁহারা সকলেই দুগ্ধপানে লাগিয়া গেলে দেশের

দেবতার দুধগান

অনুপ ঘোষাল

কী ভয়ানক কাণ্ড! সারাদেশ জুড়ে হঠাৎ দেবতারা দুধপান করতে আরম্ভ করলেন। গণেশ দিয়ে শুরু। তারপর অন্য সব পাথরের মূর্তিরাও চামচে-চামচে দুধ খেতে শুরু করে দিলেন কচি খোকার মত। ভাগ্যিস, দেবতারা থামলেন! নইলে দুনিয়ার দুধ এক হপ্ত বলে সব দেবতার শরীরে আশ্রয় নিত, বাচ্চারা কেঁদে মরত।

প্রমাণ পাওয়া গেল—শুধু বাঙালী নয়, হুজুগ পেলে মেতে উঠতে জানে গোটা ভারতবাসী। ভারতবাসীই বা বলি কেন, মনুষ্যমাত্রই হুজুগবিলাসী। পশ্চিমী দুনিয়াতেও হুজুগ নানা সময়ে সাড়া জাগিয়েছে। হুজুগেরও রকমফের আছে। হুজুগ তিন প্রকার—উপকারী হুজুগ, নিরুপদ্রব হুজুগ এবং ক্ষতিকর হুজুগ। ইদানীংকালের এক উপকারী হুজুগ—স্বাস্থ্য নিয়ে মাতামাতি। প্রত্যুষে মাঠেপার্কে স্বাস্থ্যপ্রেমীদের মেলা বসে যাচ্ছে। নিরুপদ্রব হুজুগ—ধর্ম সম্পর্কে মানুষের বাড়তি আগ্রহ। গল্প-উপন্যাসের কাটতি নেই, ধর্মীয় বই বিকোচ্ছে মুড়িমুড়কির মত। আর বেশীর ভাগ হুজুগই কিন্তু ক্ষতিকর—ড্রাগের নেশায় মেতেছে হুজুগে মানুষ, টিভির হুজুগে পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ফর্সা। আর

মানুষ বিশেষত শিশুরা দুগ্ধবঞ্চিত হইবে। আর দুধের দামও আকাশচুম্বী হইয়া দেব-দুর্লভ না হইলেও মনুষ্য দুর্লভ অবশ্যই হইবে। আশার কথা এই যে, পিতা ও পুত্র (শিব ও গণেশ) একদিন মাত্র (বৃহস্পতিবার) দুধপান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। বোধ হয় গো-মহিষাদির স্তনদুগ্ধের বদলে তরলায়িত কৌটা-প্যাকেটের গুঁড়া দুধে তাঁহাদের রুচি ছিল না, অথবা একদিনেই দুধের দাম ১৫০ টাকা/২০০ টাকা লিটার হওয়ায় এই অনীহা। আশার কথা এই যে, দেবতা দুটির দুগ্ধাসক্তির রোগ মফঃস্বল অঞ্চলে সংক্রামিত হয় নাই।

যুক্তিবাদীরা ব্যাপারটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং ইহাকে অবাস্তব ও অসম্ভব বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দারুময় অথবা প্রস্তরময় মূর্তি চিৎশক্তি সম্পন্ন হইয়া জৈবিক ধর্মাচরণ করিতে পারে না। মন্দির হইতে দুধ বাহির হইয়া যাইতেছে, তাঁহারা দেখাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ দুধপান করাইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। দেববিগ্রহ দুধপান করেন নাই। হয়ত বা তাঁহাদের ব্যর্থতার জন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

তবু ভক্তিবাদীদের হিড়িকে যুক্তিবাদীদের কথা নাকি টিকে নাই। এক দিনের উন্মাদনা একটি দিনের মধ্যেই পর্যবসিত হইয়াছে এই টুকুই সান্ত্বনা।

দুগ্ধরতি

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

ভোলানাথ পঞ্চানন, সিদ্ধিদাতা গজানন,
দুগ্ধ তরে হয়েছিল মন-উচাটন।
তাই নিয়ে সারাদেশে মহা-আলোড়ন।
বেস্পতির কাকভোরে লোক ছোটে দোরে দোরে
'কোথা দুধ,' 'কোথা দুধ,' কহিছে সবাই।
শিলীভূত দুই দেবে দুধ খান তাই॥
গোপঘরে ডেয়ারীতে ধায় সবে আচম্বিতে,
দুধ নেবে দু'জনের শ্রীমুখের তরে।
ছোট-বড় দেবালয়ে ভক্ত ভীড় করে॥
গব্য বা ভয়সা দুগ্ধ অথবা গুঁড়ায় মুগ্ধ;
যাহা পায় তাহা লয়ে ধাইছে সকলে।
বিগ্রহের মুখে সবে ধরে কুতূহলে॥
হিল্লি-দিল্লি কলকাতা কতই না ব্যাকুলতা,
বাঘা বাঘা লোকে দুধ করে নিবেদন।
'পান করছেন দেব,' তাঁদের বচন॥
মহাদেব সিদ্ধ্যাসক্ত গণেশজী লড্ডু ভক্ত;
কেন হেন অনুরাগ ভাবিয়া না পাই।
আধুনিক দুধ বুঝি পরখিতে চায়॥
ভক্তিবাদ যুক্তিবাদ লাগাইল বিসম্বাদ,
একে বলে, 'খেয়েছেন,' অন্যে বলে, 'ছাই'।
শুক্রবারে খেল্ শেষ, কাহিনী ফুরায়॥

বিচ্ছিন্নতার হুজুগে দেশজাতি খান্‌খান্ হয়ে যাবার দাখিল।

'অবাক দুধপান' ও এক হঠাৎ হুজুগ। এমন জাঁদরেল হুজুগ, দেশ জুড়ে লাখলাখ মানুষ তো সামিল হলই, পত্রিকাগুলির প্রথম পাতাতেও সেদিন জরুরি খবর স্থান পেল না। অর্দ্ধেক নিউজপ্রিন্ট খর্চা হল দুধপানে। আসলে গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ জীবনে খানিকটা উত্তেজনার আঁচ পোয়াবার লোভ কেই বা ছাড়ে! এমন হুজুগ টেকে না, টেকেওনি। কোটি কোটি ভুখা শিশুর দেশে লাখ লাখ লিটার দুধ বা একটা গোটা কাজের দিন নষ্ট হওয়াটা হয়তো বড় ব্যাপার নয়, যেটা বড় ব্যাপার সেটা হল—'প্রগতিশীল' ভারতকে বিশ্বের চোখে এই আজব হুজুগের সংবাদ এক যুগ পিছিয়ে নিয়ে গেল। আফ্রিকার সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের চেয়ে ভারতীয়দের আলাদা করে দেখার দাবি আর ধোপে টিকবে কি? প্রতিমার 'দুধপান' নিয়েই যদি এত হল্লা, তবে দেবতার সশরীরে মর্তে নেমে এসেছেন রটিয়ে দিলে পায়ের ধুলো নেবার জন্যে তো খুনোখুনি হয়ে যাবে! ষড়যন্ত্রীরা মুখিয়ে আছে, সাবধান।

প্রশ্ন হল, কী করে ঘটল ব্যাপারটা! সত্যিই কি দুধ খেল প্রতিমা? চারিদিকে যে সব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলছে, তা আংশিক সত্য। বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে বলতে পারি—'সারফেস্ টেনসান্', 'ক্যাপিলারি অ্যাকশান' (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেবতার দুধপান (২য় পৃষ্ঠার পর)

বা 'ভিসকসিটি'-র তত্ত্ব দিয়ে যা বোঝানো হচ্ছে তাতে একটি মূর্তির পক্ষে আনুপাতিক পরিমাণে কিছুটা তরল গায়েব করা সম্ভব মাত্র। কিন্তু যেভাবে ভক্তবৃন্দ ঢালাও পান করিয়েছেন, তা নিছক অন্ধ বিশ্বাসে দুধ (বা অন্য তরল) মূর্তির শরীরে ঢেলে দেয়া হয়েছে— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্ধ ভক্তের চোখ বন্ধ থাকে, এ তো সবার জানা।

তাই বলি, অকারণ মাতামাতি করে উত্তেজনার আগুন পোয়ানো ছাড়া এসবে কোন লাভ হয় না। আর্থিক ক্ষতি তো হয়ই, নিজেদের মর্যাদার ক্ষতিটাও বড় কম নয়। ভবিষ্যতে আবেগকে সামলে রেখে আমরা যেন একটু সাবধান হই। ঈশ্বরকে জীবন্ত দেখতে সাধনা চাই, ভেল্‌কিতে হয় না।

ত্রাণ অপ্রতুল (১ম পৃষ্ঠার পর)

ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে বিভিন্ন স্থানে লাইনের উপর জল উঠে পড়ায়। সমসেরগঞ্জ ব্লকের বহু গ্রাম প্লাবিত। ব্লক অফিস থেকে জল নাগালের মধ্যেই। সুতি-২ এর বিডিও জানান ব্লকের সাতটি গ্রাম জলপ্লাবিত। তার মধ্যে দাড়িয়াপুর কলোনী জলের তলায়, চার হাজার মানুষ নিরাশ্রয়। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর, লালখাঁনদিয়াড়, সেকেন্দ্রা, কাশিয়াডাঙ্গা, সেখালিপুর প্রভৃতি এলাকার অবস্থা বিপদজনক। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের গুজিরপুর, কানুপুর, খিদিরপুর, খড়খড়িরধার প্রভৃতি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত। এ ছাড়া জঙ্গিপুর পুরসভার নীচু এলাকার জলবন্দী মানুষদের বিভিন্ন স্কুল, ক্লাবে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। মহকুমা শাসক জানান, ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের ছ'টি গেট তুলে দেবার ফলে গঙ্গায় জলের চাপ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায় এবং তাতেই সব এলাকা প্লাবিত হয়। এ ব্যাপারে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে জল কম ছাড়ার জন্য মহকুমা শাসক অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গতঃ বিদ্যুৎ ও টেলিফোন মহকুমার বহু স্থানে অচল থাকায় যোগা-যোগের কাজ বিশেষভাবে ব্যাঘাত ঘটছে বলে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল জানান। এ ছাড়া ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর হাজার হাজার শিশু, নর-নারী, গবাদি পশু খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলেও ত্রাণের অপ্রতুলতার অভিযোগ বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া যায়। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

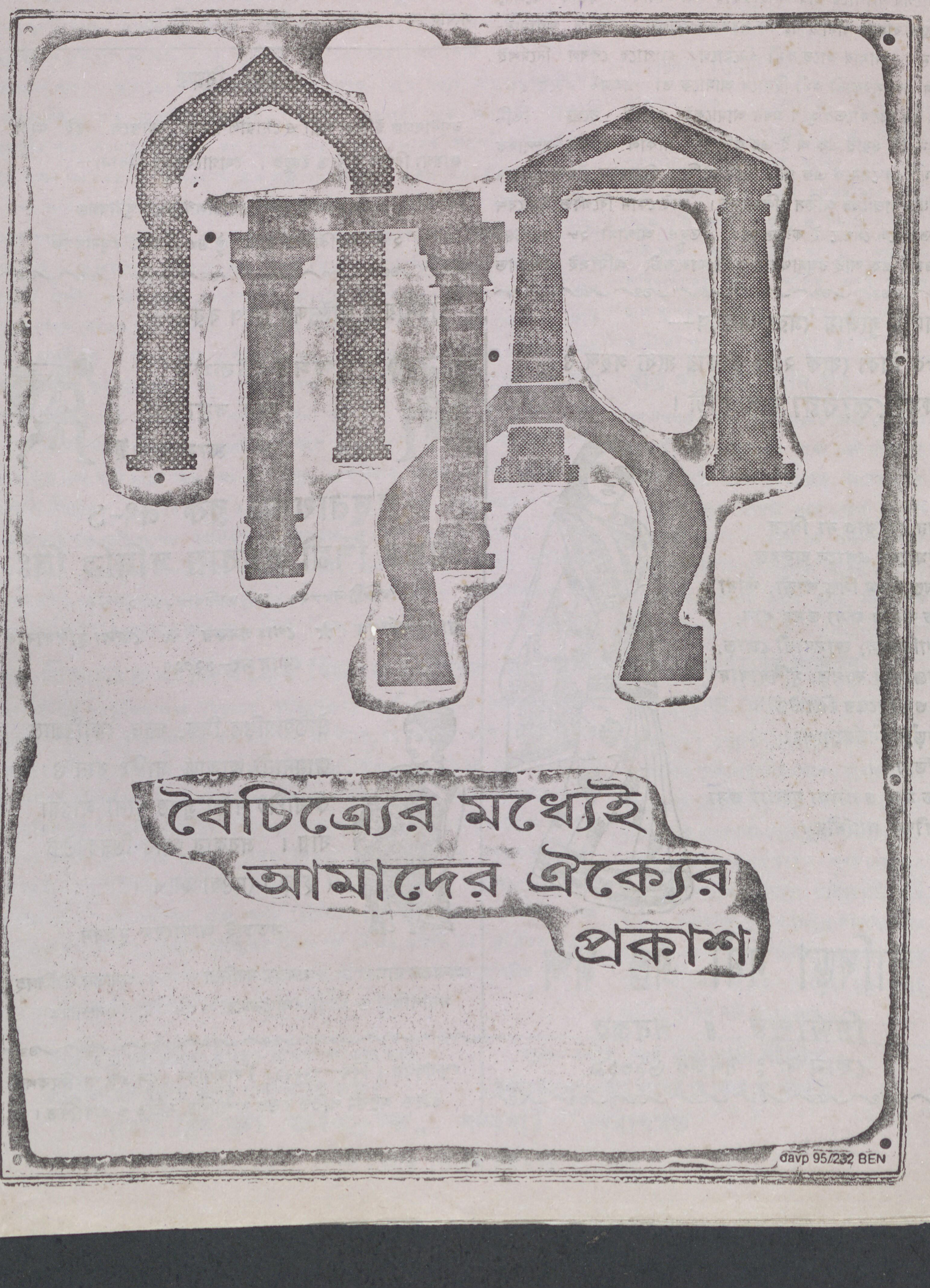

নিয়োগ নিয়ে অশান্তি (১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে তখন সেই সব কর্মীরা ছাঁটাই হবেন কিনা—তারও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

এদিকে রঘুনাথগঞ্জ এগ্রি-মার্কেটিং অফিসেও তুমুল অশান্তি চলছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর সিটু নেতারা একযোগে জেলা শাসক ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে ঐ অবৈধ নিয়োগের ভিত্তিতে ডেপুটেশন দিয়েছেন। এবং এর কোন ফল না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুমকি দিয়েছেন। আবার ওই দিনই নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সম্পাদক ও এগ্রি-মার্কেটিং এর মহকুমা অফিসার শান্তি চ্যাটার্জীর কছে ডি ওয়াই এফ আই—জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি জানান, ঐ অবৈধ নিয়োগনীতির বিরুদ্ধে তারা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর অফিসে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করবেন। এছাড়া স্থানীয় পুরসভার ১৭নং ওয়ার্ডের ফঃ ব্লক কমিশনার গৌতম রুদ্রের সাথেও শান্তিবাবুর একদফা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় বলেও জানা যায়। এ ব্যাপারে মহকুমার এগ্রি-মার্কেটিং অফিসার শান্তি চ্যাটার্জী আমাদের প্রতিবেদককে এই নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর অসহায়তার কথা জানান। তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি পঃ বঙ্গ সরকারের একটি ষ্ট্যাটুটরি অর্গানাইজেশন। আমার কাছে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে কেবল নির্দেশই আসে এবং সরকারী কর্মী হিসাবে আমাকে তা পালনও করতে হয়। অথচ যত বিক্ষোভের মুখে এখন আমাকেই পড়তে হচ্ছে। তিনি জানান, ডি ওয়াই এফ আই-এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক সাহাদাৎ হোসেনকে এক পত্রে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে ধুলিয়ান নিয়ন্ত্রিত বাজারের অফিস ধুলিয়ানেই। তাই কোন বিক্ষোভ সমাবেশ করতে গেলে সেখানেই করতে হবে। তবুও আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ডি ওয়াই এফ আই রঘুনাথগঞ্জে এগ্রি-মারকেটিং অফিসেই বিক্ষোভ দেখাবেন বলে শান্তিবাবু হতাশভাবে জানান। তিনি আরও জানান—গত সাত-আট মাস পূর্বে একজন এস এ ই-কে এবং মাস তিনেক পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলা সিপিএম কমিটির সাধারণ সম্পাদক মধু বাগের পুত্র দুলাল বাগকে (ইন্সপেক্টর-গ্রেড ২) কোন ইন্টারভ্যু না নিয়েই সরাসরি মার্কেটিং কমিটি স্থায়ীপদে নিয়োগপত্র দেন। ঐ এস এ ই বর্তমানে ১৮০০ টাকা (কনসোলিডেটেড) এবং দুলালবাবু ১২৬০—২৬১০ টাকা স্কেলে ৩০০০ টাকার উপর বেতন পাচ্ছেন।

হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় (৩য় পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে দেবব্রতবাবু জানান, প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ সামান্য। কারণ, তাঁর কাছে যেটুকু ত্রিপল ও গম ছিল তা তিনি বিভিন্ন ব্লকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সদরে জেলা শাসকের কাছে আরও চাল, গম ও ত্রিপল চেয়ে পাঠিয়েছেন। এদিকে পৌরসভার পক্ষ থেকে চিড়ে ও গুড় বন্যা কবলিতদের মধ্যে বিতড়ণ করা হয়। রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের গুজিরপুরের বাঁধ ফাটল ধরে বিপদজনক হওয়ায় পৌরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বোল্ডার ফেলেও সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনও সুরাহা করা যায়নি।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরা পল্লী ও গোয়ালপাড়ার মধ্যস্থলে দুই কাঠা জায়গা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগের ঠিকানা—

১। কনকলতা দাস, গোয়ালপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
২। নন্দকিশোর দাস, ষ্টুডিও চিত্রশ্রী, রঘুনাথগঞ্জ

শারদীয় পুজোয় সেরা আকর্ষণ—
১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিষ্ট্রী নং—২০ ঃঃ তারিখ—২১।২।৮০
গ্রাম মির্জাপুর ★ পোঃ গনকর ★ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

সততাই আমাদের মূলধন

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।